কল্যাণী

BANGLADARSHAN.COM

রজনীকান্ত সেন

ভক্তি-ধারা।

আর,–

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম–পারাবার?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার!
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,–
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার!

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র গৌরী–কাওয়ালী।

হৃদয়-পল্বল

এই,–

ক্ষুদ্র-হৃদয়-পল্বল-জল, আবিল পাপে-পঙ্কে;
অদেয় অপেয়, তৃষায় স্পর্শ করে না কেহ আতঙ্কে!
চৌদিকে বেড়া কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী;
(ওহে) প্রেম-সিন্ধু! আর কেমনে মিলিব তোমার সঙ্গে?

(তব) মিলন-আশে, সাধু সুজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিয়া গিয়াছে, দীন অধমে দূর-সৈকতে ফেলিয়া;
প্রভু, বসে না তীরে জলবিহঙ্গ, মলয় করে না খেলা;
ঝঞ্ঝা সৃজে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে করে সে হেলা!

প্রভু, ফোটে না এ জলে ভক্তি-কমল, চলে না পুণ্যতরণী;
চির-নির্বাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরণী;
(কবে) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু;
(বড়) দুঃখ, বক্ষে বিম্বিত হ'লো না, নির্ম্মল প্রেম-ইন্দু!

BANGLADARSHAN.COM

মনোহর সাঁই–জলদ একতালা।

নিষ্ফলতা

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে;
আমি, চাহি দারা-সুত সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদ-তলে বিকাইনে;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে শুধু শিখাইনে!

BANGLADARSHAN.COM

“তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না” সুর।

দুর্গতি

আর কতদিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা?

(আমায়) কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো;–
(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো;–
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিবা মা?

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র খাম্বাজ–একতালা।

হ’ল না

এত কোলাহল প্রভু, ভাঙ্গিল না ঘুম;
কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,
এ জীবন নীরব নিঝুম!

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেমানল-শিখা তুলি’,
“জয় প্রেমময়!” বলি’ তব পানে ধায়;–
সে বহ্নি-পরশে মম, সিক্ত ইন্ধন-সম,
হৃদি হ’তে উঠে শুধু ধূম!

সবারি পরাণ, নব অরুণ কিরণে তব,
ফুটিয়া দুলিয়া হাসি’, সুরভি বিলায়;–
মোহালস টুটিল না, সে কিরণে ফুটিল না
আমারি এ হৃদয় কুসুম।

মিশ্র ভৈরবী–আড় কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

পাতকী

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয়?
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইতে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে,
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামি!
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যাজিবে কি দয়াময়?

মিশ্র বেহাগ—যৎ।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষমা

তব করুণামৃত পারাবারে কেব ডুবালে, দয়াময়?
অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয়?
(চিত) কাতর করুণা-ভারে, বহিতে আর নারি পারে,
দুর্ব্বল হয়েছে পাপে, এত দয়া নাহি সয়!
তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,
(তুমি) হেসে ব'স কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয়।
নাহি ঘৃণা, নাহি রোষ, নাহি হিংসা, অসন্তোষ,
শুধু দয়া, শুধু ক্ষমা, শুধু অধয়-পদাশ্রয়!

ঝিঁঝিট—যৎ

BANGLADARSHAN.COM

কেন?

যদি মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো?

পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'রে,
মনো-ব্যথা তুমি শুনিলে গো?
যদি, মধুর-সান্ত্বনা-ভরে তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো?

আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো;
ওগো সকলি কি অর্থহীন! শূন্য, শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো?

BANGLADARSHAN.COM

এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ হইবে কি কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবনপতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিশ্বাস

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত-আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে!
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,–
পাতকি-তারণ-তরিতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না ল'বে গো;–
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে ব'সে "পার কর" ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি!
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি;
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার;
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে!

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র খাম্বাজ–জলদ একতালা।

কবে?

কবে তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে;
কবে তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে!

কবে, তোমাতে হয়ে যাব, আমার আমিহারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে বহে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে!

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

BANGLADARSHAN.COM

বেহাগ–কাওয়ালী।

বিচার

জ্ঞান-মুকুট পরি’, ন্যায়-দণ্ড করে ধরি’,
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপতি;
“জয় রাজেশ্বর!” রবে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হবে,
জল স্থল মহাব্যোম, চরণে করিবে নতি!
একান্ত জানিয়া এই স্থূলদেহ পরিণাম,
বিলাস-বিমুখ, যারা করে সদা হরিনাম,
সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমারি মহিমা গায়,–
ধর্ম্মলোকে সমুজ্জ্বল, ছুটিবে সাধকদল,
প্রাণ রাখি, পদতলে, করিবে তব আরতি!
আজনম পাপ-লিপ্ত, ল’য়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত;
সব হারাইয়া প্রভু, হ’য়েছি ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দে কি মলিন;
কোন লাজে দিব পায়? এ হৃদি কি দেওয়া যায়?
সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি!

BANGLADARSHAN.COM

ভৈরবী–কাওয়ালী।

বৃথা

তোমার নয়নের আড়াল হ’তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি’ বাস;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু
তোমারেই করি পরিহাস!

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি,
তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে,
নাহিক তোমাতে অভিলাষ!

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গলশাসন,
তোমার সেবা নাহি করি, তবু কেন, হরি,
লোকে বলে মোরে ‘হরিদাস’!

BANGLADARSHAN.COM

পূরবী—একতালা।

নিরুপায়

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন!
দেখ্‌লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ;
আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে তরী জীর্ণ?

(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে দয়াময়, পার্‌লে না রাখ্‌তে,
তবু একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখি হে অবতীর্ণ;
দেহ মনের কোথাও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন;
এমনি হয়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।

(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ;
সময় থাক্‌তে তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন;
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন!

ললিত বিভাস—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

আর কেন?

(মা আর) আমারে আদর ক'রো না ক'রো না,
নিও না নিও না কোলে;
ব্যথা পেও না পেও না, ফেল না অশ্রু,
(এই) বয়ে যাওয়া ছেলে ব'লে।
আগুনে পুড়িয়া হয়ে গেছি ছাই,
ধূলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জ্ব'লে!
কত যে করেছ, কত যে মেরেছ,
কত যে কয়েছ, কত যে সয়েছ,
যত কেশে ধ'রে টেনেছ উপরে,
(তত) ডুবেছি অতল জলে!
ফেলে যাও, আর ক'রো না যতন,
ফিরাও বদন, সরাও চরণ,
ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবাসা,
বুকে লাথি মেরে যাও চ'লে।

BANGLADARSHAN.COM

টোড়ী—একতালা।

পূর্ণিমা

হরি, প্রেম গগনে চির-রাকা।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী মাখা!

সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত লহরী;–
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা!

সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি মম মন-গতি অতি মন্দ,
উড়ে যেতে নাইক পাখা!

পূরবী মিশ্র–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

এসেছি ফিরিয়া

তারা মোরে রেখেছিল ভুলাইয়ে,–
দুদিনের মোহ-মাখা হাসি খুসি দিয়ে;

নিজ-সুখ-তরে, মম সুখ-দুখ-ভাগী,
তারা শুধু চাহে মোরে তাহাদেরি লাগি’;
মিছে আশা দিয়ে কত করে অনুরাগী;
(শোক) দুরে দাঁড়াইয়া হাসে, সরবস নিয়ে।

দেখা হলে আর কহে না কহে না কহে না,
এ ছলনা আর প্রভু, সহে না সহে না;
শ্রান্ত চরণ, আর দেহ যে বহে না,
(আজি) ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর, এসেছি ফিরিয়ে।

সিন্ধু-খাম্বাজ–আড় কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

কি সুন্দর!

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে,
খেলে যবে মন্দ হিল্লোল,–
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিথ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল;–
যবে, কনক-প্রভাতে, নবরবিসাথে,
জাগে সুসুপ্ত ধরে,–
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখী গাহে সুমধুর বোল;
যবে, শ্যামল শষ্যে, বিস্তৃত প্রান্তর,
রাজে, মোহিয়া মন প্রাণ,–
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল
শীত শিশির করে পান;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রাবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,–
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমার যশরোল!

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র ভূপালী–কাওয়ালী।

তুমি ও আমি

তুমি, অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর!
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনশ্বর।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্ম্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল!
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল!
তুমি, পরম-সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত!
আমি, অধম-কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-বরুণা-সান্দ্র-লহরী, তৃষাতুর-চির-পোষণ!
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্ম্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু,
ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে;
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব্ব-বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্ব্বলে।

নটনারায়ণ—তেওরা।

BANGLADARSHAN.COM

অভিলাষ

ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো;
অভয়-বিতরণ চরণ-রেণু,
মাথে রাখি যেন, মাথে গো।
তোমারি নির্ম্মল শান্ত আলোকে,
দীপ্ত হয় যেন দেহ-মন;
তোমারি কার্যের মধুর সফলতা,
হাতে মাখি, দু'টি হাতে গো।
মোহ-আলসে বিলাস-লালসে,
তোমারে ভুলি', হৃদি-দেবতা;—
পরাণ কম্পিত, বক্ষ দুরু দুরু,
কাঁদে আঁখি, যেন কাঁদে গো।

ইমন্—কাওয়ালী। "তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে" সুর।

BANGLADARSHAN.COM

ল’য়ে চল

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে;–
বুধ-মঙ্গল-কেতু,–আর দেখিনে,–
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ প্রবাস-যামিনী, আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে হে;
(আর) প্রভাত হ’ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে হে;
কবে, আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি,
কোথা আসিয়াছি, গেছি পাশরিয়া।
(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি’,
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে;
যদি জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ,–
তবে, ল’য়ে চল আলো বিতরিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র খাম্বাজ–জলদ একতালা।

ডুবাও

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব
প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে;
ধৌত কর হে কর শীতল, দয়ানিধে,
পাবন বিমল সুধাময় নীরে।
সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,
ডুবাও প্রাণের মৃদু রিপু-ষড়যন্ত্রে;
মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,
ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে;
(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,
(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে।

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

সহায়তা

যদি, প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ;
তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি,
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিষ্ফল কলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শান্ত-মূরতি ধরি',
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ—সত্য-সূর্য-রূপে
পথহারা হ'তে দিওনাক।
আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপন্নে ডাক।

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী।

শরণাগত

স্থান দিও করুণায় তব চরণ-তলে,
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে!

দৃঢ় পণ করি, “পাপ করিব না আর
করিব না” ব’লে, পাপ করেছি আবার;
তবু, তোমারে না আনি ডাকি’, আপন গরবে থাকি,
ব্যর্থ পুরুষকার করম-ফলে।

নিজ বলে বল করা, বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ’লে, তবে বলি বলী;
আমি, ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি দিকে,
(মোরে) কাঁদাইয়া, ধুয়ে লহ নয়ন-জলে!

মিশ্র ইমন–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রান্ত

ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে,
তোমারি সুপথ পাবে কি আর!
নিঃসহায় নিঃস্ব হায়!
অবশ-চিত্তে মোহ-বিকার!
দুর্গম পথে সঙ্গি-হারা, জ্যোতি-হীন আঁখি-তারা,
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি, ওহে
অনাথনাথ নিবার নিবার!

মিশ্র কানেড়া—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

ভুল

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ-রূপে রাজ,
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে;
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে,
স্নেহ-রূপে জাগ জননী নয়ানে!
প্রীতি-রূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,
যোগি-চিতে চির-উজ্জ্বল-আলোক
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ
সান্ত্বনা-রূপে এস যথা দুঃখ শোক।
দাতার হৃদে দাও করুণা-রূপে দেখা,
ত্যাগীর প্রাণে জাগ বৈরাগী-আকারে;
কার্য্য-কুশলের চিত্তে, সফলতা,
জ্ঞানরূপে জাগ মোহের আঁধারে।
(তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কানে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল!
(এই) ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি?
ভাঙ্গিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল?

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী।

আমার দেবতা

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন মনোরঞ্জন, দুখহারী;
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারী;
সর্ব্ব-মুরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী!
নির্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্ব্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী।
পাপ-তিমির চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ স্বপন
করহ প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি' ভকতি-বারি!

আলেয়া—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

নবজীবন

আর, কাহারো আছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে র’ব হে;
আর, কাহারো সাথে, ক’ব না কথা,
তোমারি সাথে, ক’ব হে!
ঐ অভয়-পদ, হৃদয়ে ধরি’,
ভুলিব দুঃখ, সব হে;
হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি’, ল’ব হে!
তব, করুণামৃত-পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে;
আমি পাইব তব, আশীষ-ভরা,
জীবন অভিনব হে!

মুলতান—ঝাঁপতাল

BANGLADARSHAN.COM

অনাদৃত

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন;
শান্তি-সুখামৃত-অচল-নিকেতন!

প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে;
আর্ত্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান্;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

চিকিৎসা

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত;
কর, দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত।

পাষাণ-কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
সুফল হইবে, নাথ, ক'রালে রোদন;
সরাও এ গুরুভার,—নিবার প্রমাদ গো,—
করাও হৃদয় ভাঙ্গি' শুধু অশ্রুপাত!

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চর্ম্ম, মেদ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেদ;
অনিয়মে আনিয়াছি দেহে অবসাদ গো,
সঞ্চয় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ!

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীর শরণ?
কোথা বসে দেখিতেছ ঘৃণিত মরণ?
মৃদু প্রতিকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো,
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ!

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ফিরাও

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী;
প্রভু ধর ধর,–
আন তব পানে টানি।
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির-মত্ত,
পথে চ'লে যেতে,
ট'লে পড়ে পা দু'খানি।
পতিত কি এক মহাবর্ত্ত-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা,–
ফিরাইয়া ঘরে আনি।

গৌর সারঙ্গ–মধ্যমান।

BANGLADARSHAN.COM

অপরাধী

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা;
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,–
(আমি) ফিরায়ে এনেছি ছাই হে সখা;
যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজায়েছিলে তাই হে সখা;
(আমি) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সরা'য়ে নড়া'য়ে,
করিয়াছি ঠাঁই হে সখা!
(আমি) আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা;
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেম্নিটি ফিরে পাই হে সখা।

BANGLADARSHAN.COM

মনোহরসাই–খেমটা।

প্রাণপাখী

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে।
(আর) আজনম বন্দী পাখী, পক্ষপুট ভার হে!
(উড়ে যাবে কেমনে); (তোমার কাছে উড়ে যাবে কেমনে);
(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে); (তোমার কাছে উড়ে
যাবে কেমনে); (তুমি না নিলে তুলে, উড়ে
যাবে কেমনে); (তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে,
উড়ে যাবে কেমনে?)

(প্রভু) বাঁধ তব প্রেমসূত্র (এই) অবশ পাখায় হে;
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোল তায় হে;
(একবার যেতে চায় গো); (এই খাঁচা ভেঙ্গে
একবার যেতে চায় গো); (তোমার কাছে একবার
যেতে চায় গো); (তোমার পাখী তোমার কাছে
একবার যেতে চায় গো); (পাখায় বল নাই, তবু
তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো!)
(তুমি) তুলে নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়াবে, পাখীরে ভুলাও গো;
(যেন মনে পড়ে না); (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা,
যেন মনে পড়ে না); (এই বন্দীশালের দুঃখের
আহার যেন মনে পড়ে না)।

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে;
(যেন) সব ভুলি, ওই বুলি, বলে অবিরাম হে;
(ব'সে তোমারি কোলে); (তোমার সুধা-নাম
যেন গায় পাখী, ব'সে তোমারি কোলে);
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি

BANGLADARSHAN.COM

কোলে); (যেন সব বুলি ভুলে, ঐ বুলি বলে,
তোমারি কোলে)।

মনোহরসাই–গড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

ভেসে যাই

(আমি) পাপ-নদী-কূলে, পাপ তরুমূলে,
বাঁধিয়াছি পাপ-বাসা;
(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াসা।
(দেখ) পাপ-সমীরণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপ-রোগ;
(আবার) পাপ চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়,
ভুগিতেছি পাপভোগ।
(আমি) বাহি' পাপতরী, পাপের নগরী,
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি;
(করি) পাপের আশায়, পাপ ব্যবসায়,
লইয়া পাপের পুঁজি।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি পাপ-লাভ,
পাপের মূলধন বাড়ে;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত,
(হ'লাম) পাপ-ধনী এ সংসারে।
(হায়) পাপের জোয়ারে, পাপ-জল বাড়ে,
পাপ স্রোত বহে খর;
(কবে) পাপের সংসার, ক'রে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর!
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ্, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে;
(ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভেঙ্গে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার লোকে!
(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে।

BANGLADARSHAN.COM

(ওহে) হতাশের আশা, দিবে কি না বাসা,
(সেই) অভয়নগরে তব;
(আছি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি?
দিবে না কি কৃপা-লব?
(ওহে) প্রভু, ভগবান! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে;
(যদি) কর নির্বাসিত, ওহে বিশ্বপিতঃ!
(তবে) একেবারে যাই ভেসে।

মনোহরসাই—জলদ একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

কোলে কর

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা;–
আমি শুনেও জবাব দিলাম না।
এল, ব্যাকুল হ'য়ে "আয় বাছা" ব'লে,–
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে;
আয় রে, মুছিয়ে দি' তোর মলিন বদন,
আয় রে মুছিয়ে দি' তোর বেদনা।"
আমি দেখলাম মায়ের দুনয়নে নীর;
মায়ে স্নেহ গ'লে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর;
"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত!"
ব'লে, হাত বাড়া'য়ে পেলে না!
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি;
আমায়, না পেয়ে মা চ'লে গেছে,
(আর) আস্‌বে না বুঝি!
মা গো, কোথা আছ কোলে কর!
আমি আর লুকা'য়ে থাক্‌ব না।

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

স্বপ্রকাশ

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।

উদ্বেলিত-সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল!
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে তুমি নিরমল;

পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল;

BANGLADARSHAN.COM

নদী কহে তুমি তৃষ্ণানিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন;
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল।

জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর;
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অসরল;

অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল!

ইমন্—একতালা।

বিশ্ব-শরণ

অব্যাহত তোমারি শক্তি,
গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া!
তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুঠিয়া;
তোমারি সুষমা চির-নবীন,
ফুলে ফুলে রহে ফুটিয়া।
তব চেতনায় অনুপ্রাণিত
বিশ্ব, চম্‌কি উঠিয়া;–
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
পদতলে পড়ে টুটিয়া!
বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
তব মন্দিরে জুটিয়া,
“তুমি অণীয়ান, তুমি মহীয়ান্‌!”
তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র কানেড়া–একতালা।

অনন্ত

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব!
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ;
অনন্ত কালে খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব!
অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা,
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভব;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব!

বাগেশ্রী—আড়া।

BANGLADARSHAN.COM

রহস্যময়

অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্ব্বেদ!
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্য ভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।
তাতে শুধু পূর্বপক্ষ, ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তর্ক,
অন্ধকার কূট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ;
বিনা পুণ্যদরশন, কূটতর্ক নিরসন
হয় না, কেবল থাকে চিরন্তন মতভেদ।

মালকোষ–ঝাঁপতাল

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমাচল

তব, বিপুল-প্রেমাচল-চূড়ে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন-হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে;
দিয়ে শান্তি-কিরণ-রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,
“ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চ’লে, চিরশীতল স্নেহকোলে।”

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে সুখে বিচরণ,
চিদানন্দ-মধুর-রস করিছে পান, বিতরণ;
(ঐ) গগন ভেদি’ উঠিছে গীতি, স্বরে জড়িত মধুর প্রীতি,
আনন্দ-অধীর-রোলে, তৃষিত ছুটে দলে দলে।

হের বিশাল-গিরি’পরে মুক্তিনির্ঝরিণী ঝরে,
দূরাগত পথশ্রান্ত দু’হাতে তুলি’ পান করে;
(কেহ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, প’ড়ে রহে অবশ দেহে,
বিভল হয়ে “দয়াল” বলে, বিভবসুখতৃষা ভোলে।

BANGLADARSHAN.COM

পরোজ—ঝাঁপতাল

অস্তি

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে!
মত্ত এ চিত তবু, তর্ক-বিচারে!

নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যামবিটপিদলে, সুরসার ফল ফলে,
পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়,
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায়;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতিঃ আঁধারে।

অসীম শূন্যতলে সৌর-জগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ;
রুগ্ন শিশুরে ধরি' জননী বক্ষোপরি,
উষ্ণ কপোলে চুমে, নয়নে অশ্রু মরি!
বিশ্ব দৃশ্য যত, 'অস্তি' প্রচারে!

BANGLADARSHAN.COM

'হেলে দুলে নেচে চলে গোঠবিহারী'র—সুর।

দর্শন

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমিরে নাশে, প্রেমমলয়া বয়;
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি'
আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয়।

কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়নকোণে রয়!
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়।

বিষয়বাসনা যত, পূর্ণভজনব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয়;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে "হোক তব জয়!"

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী।

মিলনানন্দ

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি’;
তাত! জননি! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
কলুষনিসুদন! নিখিলবিভূষণ!
নিত্য! নিরাময়! হে প্রভো! হে প্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

আশা–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

চির-তৃপ্তি

সখা, তোমারে পাইলে আর,–
বৃথা, ভোগসুখে চিত রহে না রহে না;–
(সে যে) অমৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না।

সে যে মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দলে যায়,
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়,–
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না।

(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ!
(কত) সৌরভ! কত মকরন্দ!
সকল বাসনা চিরতৃপ্তি;–
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না।

BANGLADARSHAN.COM

ভৈরবী–কাওয়ালী।

বিশ্বাস

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে;–
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।

কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।

না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আনি হৃদে বারি’ হে;

BANGLADARSHAN.COM

তাই ব’লে ডাকি মন যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভ’রে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি’ হে।

বেহাগ–একতালা।

তোমার দৃষ্টি

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দশের চোখে ধূলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় ঘৃণা করে লোকে;
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়
বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে";
তাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোষাক পরি;
আর, সবাই বলে, "লোকটা ভাল,
ওর সদাই মুখে হরি।"
যেমন, পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখী;–
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বলছে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, তোমার চরণতলে পড়ি,–
বলি, "বমাল ধরে পড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি!"

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর–গড় খেমটা।

নিমজ্জন

যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না,–
এ মন তারে ভালবাসে না!

যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে,
প্রেম দিতে হয় ধ'রে বেঁধে,
তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে,
আর, জন্মের মত হাসে না!

ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে,
হারিয়ে যাক্ রে চির-তরে,
একবার, পুড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে,
ডুবে যায়, আর ভাসে না।

সিন্ধু–ঝাঁপতাল

BANGLADARSHAN.COM

নষ্ট ছেলে

ওমা, কোন ছেলে তার, আমার মতন,
কাটায় জীবন, ছেলে খেলায়?
খেলায় বিভোয় হ'য়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায়?
আমার মত কে অবাধ্য?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য;–
তুই 'আয়' ব'লে যাস্ কোলে নিতে,
'দূর হ' বলে ঠেলে ফেলায়?
কার উপর এত মমতা?
রেগে একটা ক'সনে কথা;–
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায়?
তোর, বুকের দুধ খেয়ে যে বাঁচি,
আমি কেমন ক'রে ভুলে আছি?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায়।

BANGLADARSHAN.COM

পিলু–ঝাঁপতাল

সতত শিয়রে জাগো

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো!
তবু, কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো!

আমি, চলিয়া গিয়েছি 'আসি' ব'লে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত, আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ, "বাছারে,
যেন সাবধানে থাকো;
আর পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে,
'মা মা' বলে ডাকো।"

যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত,
ল'য়ে, ফিরিয়াছি, অভিশপ্ত!
ব'লেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো,"
তুমি, মুছি' আঁখি-জল, বলিয়াছ, "বল্
আর ও পথে যাব নাকো।"

আমি পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি রাগো;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো!

BANGLADARSHAN.COM

মনোহর সাই ভাঙ্গা সুর–জলদ একতালা।

তুমি মূল

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়;
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে,–
পূর্ণচন্দ্রে পুষ্প গন্ধে সুধার লহরী বয়;
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে!
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি-অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি, অপচয়!
তুমি প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয়।

BANGLADARSHAN.COM

মনোহর সাই ভাঙ্গা সুর–জলদ একতালা।

নিশীথে

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে ময়লা,–
হাসি', বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল, তারা।

প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলু-কুলু গানে, অমিয়-ধারা।

মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে,
রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে;
নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,–হের পরম সুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা।

কাফি সিন্ধু–সুরফাঁক।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম ও প্রীতি

যদি, হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,–
তবে, সরাইয়া দেহ, তমো-মোহ-জলধর।

চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর।

ঢালিবে অমৃত-ধারা, প্রেমশশী, প্রীতি-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর!

ভকতি চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা-প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর!

মিশ্র গৌরী–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ সঙ্গীত

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,–
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান!

কাঁপায়ে থরে থরে ধরা-সমার,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গভীর!
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির!
উদাস করে নাকি, ও মন প্রাণ?

বিমান কহে, “আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তূণ,
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ,
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ!

আমারে সৃজি ধাতা কুতুহলে,
তারকা-শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
করিছে ছুটাছুটি নিরবসান।

আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু-হিয়া, ভাবনা ভয়,
ললাট-লিপি তারা, গণিয়া কয়,
(পালে) যতনে জনকের শুভবিধান।
(মম) চরণ-তলে তব সমীর-খর,
জলদ-জলা খেলে শীকর-ধর,
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া শত শিখর,
ঐ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান!
নিম্নে চেয়ে দেখি, কৌতুকে,
পক্ষপুট ধীরে মেলি’ সুখে,
অসীম গীত-তৃষা ল’য়ে বুকে,
এ মুক্তি-পাখিকুল, ধরিছে তান!
(মম) অশনি পদতলে, বিজলীদাম,

BANGLADARSHAN.COM

(ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম!
(হের) অটল দিক্‌পাল সকল-কাম,
(ধরি) তাঁহারি মঙ্গল-জয়-নিশান!
ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
হ'তেছে ধরণীর ধূলি-মলিন;
বচন ধর মম, আমি প্রবীণ,
(লভ) অসীম উদারতা, হও মহান্!"

মিশ্র ইমন—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

চির-শৃঙ্খলা

চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয়;
নাইক, তার মুসাবিধা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে,–
নাইক তার, বাগবিতণ্ডা সভাময়।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌ছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,–
তাইতে, ধরার বুকে শষ্য হয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সূর্য্যি ঠাকুর, উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধেবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে;
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,–
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য প্রদক্ষিণ;
আবার মেরুদণ্ডের উপর ঘূরে ক'চ্ছে রাত্রি-দিন;
দেখ, ঘুরে ফিরে আসে যায়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল!
ব'সে উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক-তিল!
আবার আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,–
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোণা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কাল, হলুদ রং সোণা;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,–
আর কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই সুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশ্‌ছে গিয়ে পাঁচে;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন দুনিয়ার, ভাই রে,–
সেই, মালিক দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়! (সেই আইনকর্ত্তা)

বাউলের সুর–আড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

নশ্বরতা

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয়;–
ভাব্‌তে প্রাণ শিউরে ওঠে, শিরায় উষ্ণ শোণিত যে বয়!
তারা সব লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কার পাছে তেড়ে,
এ ওটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সমুদয়;–
নিভে যায় রবিশশী,
কে কোথায় যে পড়ে খসি',
দপ্ ক'রে বাতি নিভে, হ'য়ে যায় সব অন্ধকারময়!
ধরাটা কক্ষ ত্যজে, লক্ষ্য আর পায় না খুঁজে,
আঁধারে, পাগলপারা ঘূরে বেড়ায় শূন্যময়;
কোথা থাকে দালান কোঠা,
কোন জিনিস রয় না গোটা,
লাখ তারা চেপে পড়ে, কর্ম্মনিকেশ তখনি হয়!
গরবের ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোণার ছাতি,
বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে হৃদয় বিনিময়;–
মারে যদি একটা ঠেলা,
তবে ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা,
ঘুচে যায় ধূলো-খেলা, হুলুস্থুল মহাপ্রলয়!
ভাই এখন দেখ্ রে ভেবে, বসা কি উচিত দে'বে,
কখন্ টান দিয়ে নেবে, (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয়;
সে যে, কি ভেবে কখন্ কি করে,
কেন ভাঙ্গে, কেন গড়ে,
কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাব্ না, সেটা ভাবের বিষয়!

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

সাধনার ধন

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাবে?
সে কি কলা মূলো, কুমড়ো, কাঁকুড়,
বেগুন, শশা বেলের মত?
পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁঠাল,
আম জাম, নারিকেলের মত?
সে কি রে মন, মুড়্‌কী মুড়ী, মণ্ডা জিলিপী কচুরী?
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্ত হ'য়ে যাবে?
সে তো হাট-বাজারে বিকায় না রে,
থাকে না গাছে ফ'লে,
দিল্লী লাহোর নয়, যে রাস্তা
করিম-চাচা দেবে ব'লে,
মাম্‌লাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস্‌-সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মলয় হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে!
সে যে যোগী ঋষীর সাধনের ধন,
ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিত–
মস্তু" ব'লে যে জন ডাকে;
মন নিয়ে আর কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অণ্বেষণে,
প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখ্‌বে, যেমন দেখ্‌তে চাবে।

মিশ্র বিভাস–ঝাঁপতাল

BANGLADARSHAN.COM

অন্তর্দৃষ্টি

তারে, দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে,
এ দুটো চোখ কর্‌ রে কাণা;
যদি, শুন্‌বি রে তার মধুর বুলি,
বাইরের কানে আঙুল দে না।
কিসের মধু চিনি? সে যে
গাঢ় প্রেমের মিশ্রি-পানা;
(তুই) খাবি যদি, ক'সে এঁটে
বেঁধে রাখ্‌ তোর কু-রসনা।
পরশ মণি পরশ ক'রে,
হ'তে যদি চাস্‌ রে সোণা;
(তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে, অসাড়
ক'রে নে তোর চামড়াখানা।
সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে,
যাবি যদি, নাই রে মানা;
(তবে) অচল হ'য়ে,—শান্ত মনে,
সার কর্‌ আঁধার ঘরে কোণা।
কান্ত বলে, সকল কথাই
আছে আমার প্রাণে জানা;
(আমি) জেনে শুনে, ভেবে গুণে,
ভুলে আছি, কি কার্‌খানা!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

BANGLADARSHAN.COM

পরপার

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে;
যাবি যদি ও পারের সেই অভয়-নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম-দিগ্-দর্শনের কাঁটা;
(আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড়;
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোড়ে মার্বে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্;
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হ'য়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এ পারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পায়ে তোর বাড়ী;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর—কাহারোয়া।

নির্লজ্জ

আঁকড়ে ধরিস্ যা' কিছু, তাই ফস্কে যায়;
তবু তোর লজ্জা হয় না, হায় রে হায়!
কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
টুস্কিটির সয় না রে ভর, দেখ্‌তে দু'খান হ'য়ে যায়;–
এই আছে এই হাত্‌ড়ে পাস্‌নে,
তাই বলি মন, আর হাত্‌ড়াস্ নে,
যা হারায় আর তা' চাস্ নে,
ন্যাড়া যায় রে ক'বার বেলতলায়?
অকারণ টানা হেঁছা, দু'শ বার খেলি ছেঁচা,
বেহায়া ছেঁচ্‌ড়া হ'লি, কখ্‌ন যেন প্রাণটা যায়;
যা' খেলে আর হয় না খেতে,
যা পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্ কিসের পিপাসায়?

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

আছ ত’ বেশ!

আছ ত’ বেশ মনের সুখে!
আঁধারে কি না কর, আলিয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি,
প্রেয়সীর গয়না-সাড়ী, হ’ল গেল ল্যাঠা চুকে!
সমাজের নাইক মাথা, কেউ ত আর দেয় না বাধা;
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে;
যত যা’ ক’রে গেলে, সেইখানে সব উঠ্‌বে ঠেলে,
তুমি তা টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে ‘Black Book’ এ?
কে কারে করবে মানা? অমনি প্রায় ষোল আনা,
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে;
যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ্‌ গাঁজা ভাঙ্গ্‌ বারাঙ্গনা,
এর মজা বুঝ্‌বে সে দিন,
যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে!

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

কত বাকি?

ভেবেছ কি দিন আর বেশী আর রে?
মনে পড়ে, কেমন ছিলে, কেমন হ'লে?
আর কি ফুট্‌বে ফুল গাছে রে?

আগের মতন আর ত হয় না পরিপাক,
ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে পাকা চুলের ঝাঁক,
(কতক) দাঁত গিয়েছে প'ড়ে, যা' আছে তাও নড়ে,
তবু দন্তরক্ষণ দিচ্ছ সকাল সাঁঝে রে।

কত সাধ ক'রে খেয়েছ চালভাজা আর চিঁড়ে,
আধসিদ্ধ মাংস খেতে দাঁতেতে ছিঁড়ে,
এখন দেখছি, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ছেড়ে,
বড় ঘেঁস না চর্ব্বোর কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

চস্‌মা নইলে আর তো দেখ্‌তে পাও না ভাল,
মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ নীল, কি কালো;
দু'চার ক্রোশ হাঁটিতে, পা দাওনি মাটিতে,
উড়ে গেছ ঝড়বৃষ্টির মাঝে রে!

আজ্‌কে পেটের অসুখ, কাল্‌কে মাথাধরা,
বাতের কন্‌কনানি, অর্শের রক্তপড়া,
অমায় পূর্ণিমাতে, লঘু আহার রেতে,
ঘোর আলস্য শ্রমের কাজে।

কথায় কথায় পত্নী-পুত্রের উপর রাগো,
নিদ্রা গেছে ক'মে, তামাকে রাত জাগো,
আছে সর্দ্দি কাসি, লাগা বার মাসই,
(বড়) কষ্টের পয়সা দিচ্ছ কবিরাজে রে।

ক্রমে তলব আস'ছে, তবু হ'চ্ছে না চৈতন্য,
ব'ল্লে, বল, "মর্‌ব আজই কিসের জন্য?"
হায় রে! দেহের মায়া ক'রেছে বেহায়া,

(তাই) কাঞ্চন ফেলে মজ্‌লে কাচে।

কান্ত বল, দিন তো নাই রে ভাই জেয়াদা,
যমের বাড়ী থেকে আস্‌ছে লাল পেয়াদা,
(এই) পৌঁছায় আর কি এসে, ধরে আর কি ঠেসে,
পাঁচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাঁচে রে!

সুরট মল্লার—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

আর কেন?

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।

তুই আশার বশে দিন হারালি,
বশ হ'ল না রিপু ছ'টা;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালার থ'লে, তিলক ফোঁটা।

লোকে কয় তোর সুক্ষ্ম বুদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান কোঠা;
তুই, দিনে বেলা রইলি ঘুমে
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।

BANGLADARSHAN.COM

তুই, পাকা চুলে করিস্ টেড়ি,
যখন বাঁধতে হয় রে জটা;
তুই, পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।

তোর, খাওয়া পড়া ঢের হ'য়েছে,
এখন পারের কড়ি জোটা;
কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে,
তুলে নে কম্বল আর লোটা।

ঝিঁঝিট—গড় খেম্‌টা।

এখনও?

যমের বাড়ী নাইক কোনও পাঁজি;
তার নাইক দিন-বাছাবাছি।
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ;–
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ?
সটান টিকি ধ'রে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,–
সে ষণ্ডামার্ক কখন এসে ধ'র্‌বে ঠিক ত নাই;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি?

বাউলের সুর–আড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

বৃথা দর্প

তুই লোকটা তো ভারি মস্ত!
দু'শ বার কর্ না জরিপ, ঐ সাড়ে তিন হস্ত।
(তার বেশি নয়)

হাজার, কি লক্ষ, অযুত,
ক'রছিস্ কষ্টে মজুত,
অমনি তোর পায়া বেড়ে,
হ'লি খুব পদস্থ।

(সে দিন) নিস্ তো সঙ্গে কাণা কড়ি,
(যে দিন) উঠ্‌বে রে কফের ঘড়ঘড়ি,–
বৈদ্য বল্‌বে "তাইতো এ যে
সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত!"
(আর বাঁচে না)

BANGLADARSHAN.COM

তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
ক'রেছিস্ প্রশস্ত।

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস্ খবর?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয়?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত?
(বল তো দেখি?)

দুদিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ।

কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাব্‌তে বিশ্ব ব্যাপারটা কি!
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত!
(অবাক্ হবি!)

বাউলের সুর–আড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

ধর্‌বি কেমন ক’রে

তারে ধর্‌বি কেমন ক’রে?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প’ড়ে!
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব’সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ’রে;
তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে,–
সে যে ব’সে আছে কেন্দ্রটিতে;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে, মোহের ঘোরে!
তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ’লে পুরালি, পাথরকুচি দিয়ে;
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে,–
যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে;
নিলি, মণির বদলে উপলখণ্ড, আঁধার-ঘরে।

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রহ-রহস্য

কে পূরে দিলে রে,–
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক!
কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাব্‌তে লাগে তাক্!
কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
পড়ে না সূতো খুলে, বছর কোটি লাখ!
কেউ আছে চুপ্‌টি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,
নিমিষে যোজন জুড়ে, খাচ্ছে কোটি পাক্!
কোনটা তীব্র অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্ব্বিপাক!
কি দিয়ে তো'য়ের হ'ল, কেন বা ঘুরে ম'ল,
ডেকে আন্ জ্যোতির্ব্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞান" দেখে বুঝ্‌বি, পাছে
"জ্ঞানী" এক রসে আছে,
কান্ত তুই বুঝ্‌বি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক্।

BANGLADARSHAN.COM

মিশ্র ভৈরবী–জলদ একতালা।

দেহাভিমান

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই;
এতে ভাল জিনিস একটি নাই!
পদ্ম-চক্ষু, নাসা তিলের ফুল!
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা উরু,
রং সোণা, কও আর কি চাই?
(এটা ত) অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মুত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ?–
এটা পুঁতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অম্নি ফেলে দেয় রে ভাই!
(এর আবার) দু'টো একটা নয় ত' সরঞ্জাম;
কান্ত বলে, একটু ভাব,–
এই, মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই ত হ'ল লাভ!
সার যেটা, তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই!

BANGLADARSHAN.COM

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

অসময়

এখন, ম’র্‌ছ মাথা খুঁড়ে;
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল,
পড়্‌ল বালি গুড়ে।

যখন গায়ে ছিল বল,
ক্রোশতে ব’ল্‌তে বিঘত মাটি, প্রহর ব’ল্‌তে পল,
এখন যষ্টি ভিন্ন ষষ্ঠীর বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।

যখন বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই দু’শ রগড়, জ’ম্‌তে লাগ্‌ল রস,
জল্‌দি গজায় দাড়ী-গোঁফ, তাই খেউরি সুরু ক্ষুরে।

যখন উঠল দাড়ী-গোঁফ,
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে, আর মুখে দাগ্‌তে তোপ;
কত, রাজা উজির মার্‌তে, খেম্‌টা গাইতে মিহিসুরে!

BANGLADARSHAN.COM

ছিল, নিত্য নূতন সাজ,
ফুলল তেল আর সাবান ঘষা,
এই ছিল তোর কাজ;
কত জুতি, ঘড়ি, চসমা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে।

ছিল, দেহের বাহার কি!
সোণার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে,
মাংস গেছে উড়ে।

ভাব্‌তে, “বাঁচব কত কাল;
বুড়ো হ’লে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম্ম কি জঞ্জাল!
এখন খাই তো মুরগী, প্রায়শ্চিত্ত ক’র্‌ব মাথা মুড়ে।”

দীন কান্ত বলে, ভাই,
আগেই আমি ব’লেছিলাম, তখন শোন নাই;

(আর) কি ফল হবে খুঁড়লে কুয়ো,
বাড়ী গেছে পুড়ে।

বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM

মূলে ভুল

মন তুই ভুল ক'রেছিস্ মূলে!
বাজে গাছ বাড়্তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্বি শিকড় তুলে?
ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়ীটি ত কর্লি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই, ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কূলে!

দু'টাকা আস্ত যখন, পয়সাটি রাখ্লে তখন,
তহবিল বাড়্ত ক্রমে, বাড়্ল না তোর ভুলে;
তোর আয় দেখে মন ঘুর্ল মাথা,
ভুলে গেলি শেষের কথা,
দু'হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন
কাঁদিস্ ব'সে সব ফুরুলে।

BANGLADARSHAN.COM

ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে ছ'জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে?
প্রাণে, প্রথম যখন প'ড়্ল ঢালি,
কু-বাসনার পাত্লা কালী,
উঠ্তো রে তুল্লে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে?

ব্যারামের সূত্রপাতে, গর-রাজী ওষুধ খেতে,
কুপথ্য ক'রলি, এখন গেছে হাত পা ফুলে;
কান্ত বলে, আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখ্লি দূরে,
কি বুঝে ধ'রলি পাড়ি,
এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

বাউলের সুর—আড় খেম্টা।

॥সমাপ্ত॥